গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

রাজস্ব বাজেট শাখা

"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০২০)"

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩-কোডে বরাদ্দকৃত অর্থ উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২। **শিরোনাম:** এ নীতিমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের অনুদান প্রদানের জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা (সংশোধিত-২০২০)" নামে অভিহিত হবে।

৩। **পরিধি:** এ নীতিমালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি বরাদ্দের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেট ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩- নং কোডের) ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

৪। **আবেদন প্রেরণ, গ্রহণ এবং যাচাই প্রক্রিয়া:**

(ক) অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে। আবেদন গ্রহণের তারিখ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক মঞ্জুরি প্রাপক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক-কর্মচারী/ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা চূড়ান্ত করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের নিমিত্ত পেশ করবে।

৫। **কমিটি গঠন:**

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি:

১.	সচিব কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব	আহবায়ক
২.	যুগ্ম সচিব/উপসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৩.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন)	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
৫.	পরিচালক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)	সদস্য সচিব

৬। **অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাদি:**

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও) বুঝাবে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার, আসবাবপত্র সংগ্রহ, খেলাধুলার সরঞ্জাম সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করাসহ পাঠাগারের জন্য মঞ্জুরির আবেদন করতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথচ প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান ভাল, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

খ) শিক্ষক-কর্মচারী বলতে বেসরকারি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও) শিক্ষক-কর্মচারী বুঝাবে। শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাঁদের দুরারোগ্য ব্যাধি ও দৈব দুর্ঘটনার জন্য মঞ্জুরির আবেদন করতে পারবেন;

গ) ছাত্র-ছাত্রী বলতে সরকারি বা বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এমপিওভুক্ত ও নন-এমপিও) ছাত্র-ছাত্রী বুঝাবে। তারা দুরারোগ্য ব্যাধি, দৈব দুর্ঘটনার এবং শিক্ষা গ্রহণ কাজে ব্যয়ের জন্য মঞ্জুরির আবেদন করতে পারবে। তবে এ বিশেষ মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষেত্রে দুস্থ, প্রতিবন্ধী, অসহায়, রোগগ্রস্থ, গরীব, মেধাবী, অনগ্রসর সম্প্রদায়, অনগ্রসর এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;

ঘ) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী অনুদানের অর্থ প্রাপ্ত হলে পরবর্তী ০২ (দুই) বছর এবং ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে পরবর্তী ০১ (এক) বছর অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে না।

৭। অর্থ ব্যয়ের পদ্ধতি ও শর্তাদি:

ক) বরাদ্দ পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ খরচ করতে হবে;

খ) অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। অর্থ ব্যয়ের ১ (এক) মাসের মধ্যে সম্পাদিত কাজের ছবিসহ অর্থ ব্যয়ের প্রতিবেদন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে ব্যর্থ হলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে আর্থিক অনুদান পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

গ) উক্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের অনিয়ম/অব্যবস্থাপনার প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এম.পি.ও./ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিলসহ বিধি মোতাবেক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঘ) শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে;

ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রদান করা হবে।

৮। মঞ্জুরি প্রাপ্ত অর্থের শ্রেণী ভিত্তিক বিভাজন:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচালন বাজেটের আওতায় (কোড নং: ১২৫০১০১-১২০০০১৫১৩-) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মঞ্জুরি বাবদ অর্থ নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হবে:

১.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২০%
২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী	১০%
৩.	সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী	৭০%

৯। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:

১.	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১০%
২.	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমমানের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৬০%
৩.	বেসরকারি স্কুল এন্ড কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং ডিগ্রী কলেজ	৩০%

১০। **ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপবরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজন:**

১.	৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রী	৩৫%
২.	৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী	২৫%
৩.	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী	২০%
৪.	স্নাতক ও তদূর্দ্ধ	২০%

১১। কোন ক্যাটাগরিতে যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া না গেলে ঐ ক্যাটাগরির উদ্বৃত্ত অর্থ অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বিতরণ করতে হবে।

১২। একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ), একজন শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) এবং ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ (ক) মাধ্যমিকের জন্য ৮,০০০/- (আট হাজার), (খ) উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ৯,০০০/- (নয় হাজার), (গ) স্নাতক/সমমান/তদূর্দ্ধ এর জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা যাবে।

১৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য দেয়া অর্থ এককালীন মঞ্জুরি হিসাবে এবং শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রদানকৃত অর্থ অনুদান হিসাবে গণ্য হবে।

১৪। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। বিজ্ঞপ্তির কপি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি জেলা প্রশাসক এবং জেলা শিক্ষা অফিসারকে দিতে হবে। জেলা শিক্ষা অফিসার জেলার সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন।

১৫। অনুমোদিত নীতিমালা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধীন অধিদপ্তর-দপ্তর-সংস্থায় এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

১৬। নীতিমালায় যা থাকুক না কেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এ খাত থেকে অর্থ মঞ্জুর করতে পারবে।

১৭। আবেদন/সুপারিশকে অর্থ প্রাপ্তির অধিকার হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

স্বা:/-
মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং:৩৭.০০.০০০০.০৬৪.২০.০০৫.২০১৭-২৯১

তারিখ: ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বাংলা / ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/মাধ্যমিক-১/মাধ্যমিক-২/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়/অডিট ও আইন/পরিকল্পনা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ব্যানবেইস ভবন, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৪। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

৫। সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা।

৬। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।

৭। উপসচিব (বাজেট অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৮। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৯। উপসচিব (প্রশাসন ও সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১১। মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, ... (সকল)।

(মোঃ ফজলুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৯৫১২২০৫
E-mail:moebudgetsection@gmail.com